সংবাদ

তারিখ ... 12 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ১২ ... কলাম ২ .....

চান্দিনায় এক শিক্ষক দিয়ে চলছে কংগাই সরকারি প্রা. বিদ্যালয়!

৬টি শ্রেণীর দু'শ শিক্ষার্থীর লেখাপড়া ব্যাহত

মো: মাসুদুর রহমান, চান্দিনা (কুমিল্লা)

বিদ্যালয় একটি তাই শিক্ষকও একজন! প্রাক-প্রাথমিক থেকে শুরু করে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ৬টি শ্রেণীর পাঠদান করেন মাত্র একজন নারী শিক্ষক। ২০১৪ সাল থেকে অদ্যাবধি তিনিই প্রধান শিক্ষক, তিনিই সহকারী শিক্ষক। নেই দপ্তরী কাম নৈশ প্রহরী। ছাত্র-ছাত্রী দুই শতাধিক। একা এত বড় গুরু দায়িত্ব পালন করা অত্যন্ত কঠিন। তবুও কঠিনেরে ভালোবেসে দায়িত্ব পালন করছেন রাবেয়া আক্তার নামের একজন শিক্ষিকা। এই চিত্র চান্দিনা উপজেলার গলাই ইউনিয়নের ৯১নং কংগাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। এদিকে ওই একমাত্র শিক্ষক সম্প্রতি ৬ মাস মাতৃত্বকালীন ছুটি কাটিয়েছেন। ওই সময় কোন শিক্ষকই ছিল না। পাড়ার শিক্ষিত ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে চলেছে পাঠদান। বিদ্যালয়টিতে টিউবওয়েল নেই। বিশুদ্ধ পানির সঙ্কট। পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় দুর্ভোগেরও শেষ নেই। তবুও এবারের পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় ৩৫ জন পরীক্ষা দিয়ে শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে' একজন। সব অভিভাবকরাই ভালো ফলাফল আশা করেন। শিক্ষক স্বল্পতা থাকায় অনেকেই তাদের সন্তানদের অন্যত্র ভর্তি করিয়ে ফেলেছেন।

১৯৭৪ সালে চারজন শিক্ষক দিয়ে রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে পাঠদান শুরু হয় বিদ্যালয়টিতে। এরপর ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে সারাদেশের রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে এই বিদ্যালয়টিও জাতীয়করণ করে সরকার। নিয়মানুযায়ী বিদ্যালয়টিতে কমপক্ষে ৪-৫ জন শিক্ষক থাকার কথা। ২০১৩ সালে আবদুল মতিন মাস্টার নামের একজন শিক্ষক অবসরে যান। ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে সুফিয়া আক্তার এবং হাবিবুর রহমান নামের দুই শিক্ষকও অবসরে চলে যান। কিন্তু অদ্যাবধি উপজেলা শিক্ষা অফিস বিদ্যালয়টির শিক্ষক সঙ্কট নিরসনে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ফলে বহু কষ্টে বিদ্যালয়টি পরিচালনা করেন শিক্ষিকা রাবেয়া আক্তার। অফিসিয়াল কোন কাজে অন্যত্র গেলে বিদ্যালয়টি বন্ধ করে যেতে হয়। শিক্ষিকা রাবেয়া আক্তার জানান, ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে তিনি ৬ মাসের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটিতে যান। জন্ম দেন একটি কন্যাসন্তান। পরে ২০১৫ সালের মে মাসে তিনি যোগদান করেন। অদ্যাবধি একাই বিদ্যালয়টি পরিচালনা করছেন। তিনি আরও জানান, বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে চাঁদা তুলে চান্দিনা মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বিএ প্রথম বর্ষের সুমি দাস নামের একজন ছাত্রীকে পাঠদান করার জন্য রাখা হয়। সরেজমিনে উপজেলা সদরের উত্তর হারং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে ৪৪৭ জন ছাত্রছাত্রীর বিপরীতে প্রাক-প্রাথমিকের একজন ও ডেপুটেশনের একজনসহ মোট ১০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছে। দুই ধাপে ছয়টি শ্রেণি কক্ষে ৬ জন শিক্ষক পাঠদান করালে ৪ জন শিক্ষকই খোশগল্প করে সময় কাটান। অনেকেই ছুটি কাটান।

৯১ নং কংগাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যাপারে জানতে চান্দিনা উপজেলা শিক্ষা অফিসার আবদুল্লাহ্ আল মামুন এর ব্যক্তিগত মোবাইলে ফোন করলে তিনি উত্তেজিত হয়ে বলেন 'আপনার কোন সমস্যা আছে'। এই বলে তিনি ফোনের সংযোগ কেটে দেন।

এ ব্যাপারে কুমিল্লা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. নূরুল ইসলাম জানান, 'নিয়মানুযায়ী এই বিদ্যালয়ে বদলী করে আরও ৩ জন শিক্ষক দেয়া যেতে পারে। কিন্তু কেন এটি করা হয়নি আমি জানি না। এ বিষয়ে আমি এখনই উপজেলা শিক্ষা অফিসারের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলব।'